কলকাতা হাইকোর্টের উচ্চ আদালতে

(সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার)

<u>আপিল বিভাগ</u>

বর্তমান :

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৩৮১৬৭

ফণীভূষণ চক্রবর্তী

-বনাম-

বাঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্য :*শ্রী ইন্দ্রনাথ মিত্র*

উত্তরদাতাদের জন্য :*মহম্মদ মোকারাম হোসেন*

শ্রী সন্দিপন মাইতি

শুনেছেন : *৮১.০৮.২০২৮*

রায় : *২০.০৯.২০২৮*

<u>বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি, :-</u>

১. ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের এখতিয়ারের আবেদনে, আবেদনকারী ১৩.০৫.২০১১ তারিখে তার বিরুদ্ধে জারি করা একটি শাস্তিমূলক কার্যধারার বিবেচনায় জারি করা চার্জশিট, ২৮.১২.২০১২ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন, ২৩.০৯.২০১৫ তারিখের শাস্তির আদেশ এবং ১৩.০৬.২০১৬ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের যুক্তিসঙ্গততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

২. অপ্রয়োজনীয় বিবরণ ছাড়া, রিট আবেদনে ফ্রেস্কো করা তথ্য হল যে, ১৩.০৫.২০১১ তারিখে ডিসিপ্লিনারি অথরিটি এবং চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক (এরপর থেকে ব্যাংক হিসাবে উল্লেখ করা হবে) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট জারি করে, যখন তিনি ব্যাংকের মালদা আঞ্চলিক কার্যালয়ে সিনিয়র ম্যানেজার (স্কেল-৩ অফিসার) হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। চার্জশিটে সাক্ষীদের কোনও তালিকা এবং নথিপত্র প্রকাশ করা হয়নি।

৩. আবেদনকারী ১৬.০৬.২০১১ তারিখের চার্জশিটে তার জবাব জমা দিয়েছেন। ২৪.১১.২০১১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, চেয়ারম্যান আবেদনকারীকে অবহিত করেছেন যে তার উত্তর অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং উপস্থাপক অফিসারকে নিযুক্ত করেছেন। উক্ত চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারীকে উচ্চতর বেতনে না দেওয়া অফিসারকে সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১০-এর রেগুলেশন নং ৪১-এর অবমাননা করে তদন্ত অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। ৫.৯.২০১১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারী শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সামনে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, ৯.১২.২০১১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, পূর্ববর্তী তদন্ত অফিসারকে পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং ব্যাঙ্কের শাখা ম্যানেজারকে , জঙ্গিপুর শাখা তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

৪. ৩১.০১.২০১২ তারিখে আবেদনকারীর কাছে দুজন সাক্ষীর নাম এবং নয়টি নথির একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তদন্ত কার্যক্রম বিভিন্ন তারিখে পরিচালিত হয়েছিল। উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা এবং অপরাধী তাদের নিজ নিজ সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিনিময় করেছিলেন। ২৮.১২.২০১২ তারিখের একটি কভার লেটারে, তদন্ত কর্মকর্তার ফলাফল আবেদনকারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আবেদনকারী সেই অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া জমা দিয়েছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার (ভিজিল্যান্স) ১৭.০৮.২০১৩ তারিখের কভার লেটারে চেয়ারম্যান ও শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ১৭.০৮.২০১৩ তারিখের শাস্তির আদেশটি অবহিত করেছিলেন।

৫. আবেদনকারী সংবিধিবদ্ধ আবেদনটি পছন্দ করেছিলেন কিন্তু এক পৃষ্ঠার আদেশ পাস করে শাস্তির আদেশ নিশ্চিত করে আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। শাস্তির আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী একটি রিট আবেদনকারীকে পছন্দ করেছিলেন। ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. নং ১১৭৭৩ (ডাব্লু) যা এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল ২২.০৪.২০১৪ আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশটি বাতিল করে এবং আপিল কর্তৃপক্ষকে আপিলটি নতুন করে শোনার এবং তাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করার নির্দেশ দিয়ে।

৬. ২২.০৩.২০১৪ তারিখের আদেশটি দাবি করে, আবেদনকারী একটি আপিল পছন্দ করেছিলেন এ. এস. টি. নম্বর হল ২০১৪ সালের ১৮৮ এবং আপিলের পাশাপাশি, ২০১৪ সালের এ. এস. টি. এ ১৩৮৭ তারিখের আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য একটি আবেদনও পেশ করা হয়েছিল। আপিল এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনটি এই আদালতের একটি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নিষ্পাদিত করা হয়েছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি নিশিতা ম্হাত্রে (তখন তাঁর স্ত্রী হিসাবে) দণ্ডের আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিল করে। তদন্ত প্রতিবেদন, তদন্ত কার্যধারার রেকর্ড, তদন্তের সময় উপস্থাপিত উপকরণ এবং অপরাধীর উত্থাপিত আপত্তি বিবেচনা করার পরে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ আদেশ পাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা আবেদনকারীর পক্ষে অবসরের বকেয়া স্বীকার করেছে।

৭. ৪.৮.২০১৫ তারিখের আদেশ মেনে, চেয়ারম্যান ও শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ২৩.৯.২০১৫ তারিখে পুনরায় শাস্তির আদেশ জারি করেন কিন্তু ১৭.০৮.২০১৩ তারিখ থেকে পূর্ববর্তী প্রভাবের সাথে একই শাস্তি কার্যকর করা হয়। আবেদনকারী ২৩.০৯.২০১৫ তারিখের শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আইনগত আপিল করেন কিন্তু আপিল খারিজ হয়ে যায় এবং ১৩.০৬.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে শাস্তির আদেশ বহাল রাখা হয়।

৮. এই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীকে অভিযোগপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন, ২৩.০৯.২০১৫ তারিখের শাস্তির আদেশ এবং ১৩.০৬.২০১৬ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের উপর ভিত্তি করে এই রিট আবেদনকারীকে পছন্দ করতে বাধ্য করা হয়েছে।নির্দেশ, উভয় পক্ষের কেউই কোনও হলফনামা দাখিল করেনি।

৯. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মিত্র জোর গলায় যুক্তি দেন যে, পূর্বনির্ধারিত কিছু স্টেরিওটাইপ অভিযোগের ভিত্তিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হয়েছিল। তিনি দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দেন যে, ব্যাংকের এই ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, এই মামলায়, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর, 'পিএফপি ধরে রেখে আবেদনকারীকে স্কেল-৩ অফিসারের পদ থেকে স্কেল-২ অফিসারে প্রত্যাবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাবে বৃদ্ধি স্থগিত রাখার' শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। আবেদনকারী আইনগত আপিল করেন কিন্তু আপিল ব্যর্থ হয়। মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ আপিল কর্তৃপক্ষের শাস্তির আদেশ এবং আদেশ বাতিল করে এবং তদন্ত প্রতিবেদন, তদন্তের সময় উপস্থাপিত উপকরণ এবং তদন্তের সময় আবেদনকারীর উত্থাপিত আপত্তি বিবেচনা করে যথাযথ আদেশ প্রদানের জন্য শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ মেনে চলার আড়ালে, কথার ছলচাতুরি করে, ২৩.০৯.২০১৫ তারিখে একই শাস্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ১৭.৮.২০১৩ তারিখ থেকে পূর্ববর্তী প্রভাবে, নির্দেশিত উপকরণ বিবেচনা না করেই। মিঃ মিত্রের মতে, পূর্ববর্তী প্রভাবে শাস্তির আদেশ দেওয়া যাবে না এবং তার এই যুক্তির সমর্থনে, তিনি রাজ কিশোর সিনহা - বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় পাটনার মাননীয় হাইকোর্টের মাননীয় একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দেন, যা ২০১৮ সালের এস সি সি অনলাইন প্যাট ৮২৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১০. শ্রী মিত্র আরও যুক্তি দেখান যে আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু আবেদনকারীকে সাসপেন্ড করা হয়নি এবং তাই, অপরাধীর অবসর গ্রহণের পরে এই ধরনের শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায় না। তিনি কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে প্রত্যাহার এবং/অথবা পদ, গ্রেড বা পর্যায়ে হ্রাসের শাস্তির আদেশ কেবল অপরাধী চাকরিতে থাকাকালীনই পাস করা যেতে পারে। তার জমা দেওয়ার বিষয়গুলিকে শক্তিশালী করার জন্য, তিনি ডি. কে. আগরওয়াল বনাম ভারতের হিসাবরক্ষক, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯০৮ এর ক্ষেত্রে রিপোর্ট করেছেন এবং প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করেন।

১১. ব্যাংকের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী হোসেন দাখিল করেছেন যে সেবা বিধিমালা, ২০১০ এর ৪৫(৩) নং প্রবিধান অনুসারে, ব্যাংকের একজন কর্মচারীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরেও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং শেষ করা যেতে পারে। তিনি যুক্তি দেন যে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিচারের নীতি এবং পরিষেবা বিধিমালার আদেশ অনুসরণ করা হয়েছে এবং মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারে শাস্তির আদেশ জারি করা হয়েছে এবং আপিল কর্তৃপক্ষও যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করেছে এবং তাই, কোনও দুর্বলতা না থাকার জন্য উভয় আদেশই হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয় না। তার দাখিলকে সাহসী করার জন্য, তিনি জে. ডি. জৈন - বনাম - স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা এবং অ্যানার - (১৯৮২)১ এসসিসি ১৪৩, বোম্বে হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার - বনাম - শশীকান্ত এস. পাতিল, ১৯৯৯ সালে সম্পূরক ১ বোমসিআর ৯১৮ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এবং অন্যান্যদের - বনাম- মোহাম্মদ নাসরুল্লাহ খান, (২০০৬) ২ এসসিসি ৩৭৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করেন।

১২ . ০৪.০৮.২০১৫-এ যথাক্রমে ২০১৪ সালের এ. এস. টি. ১৮৮ এবং এ. এস. টি. এ. ২০১৪ সালের ১৩৭ নম্বর সংযুক্ত আবেদন সহ আপিল নিষ্পত্তি করার সময়, মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ ১৭.৮.২০১৩ তারিখের শাস্তির আদেশ এবং ১০.০৫.২০১৪ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিল করে নিম্নলিখিত আদেশ পাস করেঃ

> "*শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত প্রতিবেদন, তদন্ত কার্যধারা, তদন্তে উপস্থাপিত অন্যান্য উপাদান এবং ১৬ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে তার চিঠিতে আপিলকারীর উত্থাপিত আপত্তিগুলি বিবেচনা করবে। শৃঙ্খলা আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত উপাদান বিবেচনা করার পরে যথাযথ আদেশ পাস করবে। আদেশটি অবিলম্বে আপিলকারীকে জানানো হবে।*
>
> *আমাদের জানানো হয়েছে যে আবেদনকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। সমস্ত স্বীকৃত অবসরকালীন বকেয়া অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর আইন অনুসারে... প্রদান করতে হবে।*"

১৩. অতএব, এই আদালতের সামনে মূল প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য পড়ে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কার্যধারা, তদন্ত প্রতিবেদন, তদন্তে উপস্থাপিত অন্যান্য উপকরণ এবং ১৬ ই জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে তার চিঠিতে আপিলকারীর উত্থাপিত আপত্তিগুলি বিবেচনা করার পরে যথাযথ আদেশ পাস করেছে কিনা।

১৪. প্রশ্নের বিচার বিভাগীয় উত্তর দেওয়ার আগে, আমাকে উপাদানগুলি দেখতে দিন মহামান্য ডিভিশন বেঞ্চের আদেশে উল্লিখিত এবং তারিখের শাস্তি ২৩.০৯.২০১৫ এ হয় ।

১৫. চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী বাঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (অফিসার এবং কর্মচারী) সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১০ (সংক্ষেপে, সার্ভিস বিধি , ২০১০)-এর বিধি ১৮ এবং ২০ লঙ্ঘন করেছেন। চার্জশিটের শেষ অংশে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছিল, যথা, ১) ব্যাঙ্কের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক কাজ করা; এটি) ব্যাঙ্কের নিয়ম, নিয়ম এবং ঋণ নীতি লঙ্ঘন করে ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ; এটি) ব্যাঙ্ককে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করা; iv) অবহেলা এবং দমনমূলক পদ্ধতিতে কাজ করা এবং v) বিশ্বাস ভঙ্গ করা '।

১৬. অভিযোগের বিবৃতি, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই ধরনের অভিযোগের সমষ্টি এবং বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

> 'যে আবেদনকারী ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অনুমানের দলিল সহ যথাযথ নথি না পেয়ে, ঋণের নীতি অনুসরণ না করে সরকারী. স্পনসরড প্রোগ্রামের অধীনে ২ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করেছেন। আবেদনকারী নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে অনুরাধা নস্কর নামে একজনকে ১ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করেছেন, নির্ধারিত সময়সীমা পালন না করে ৩ লক্ষ টাকার মার্জিনের অর্থ সামঞ্জস্য করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা ৫১৫১০ টাকা জমা করলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ঋণের নথিগুলি গোপন করা হয়েছে। আবেদনকারী ব্যাঙ্কের তহবিলের শেষ ব্যবহার নিশ্চিত না করে কার্যকরী মূলধন তহবিলের ডাইভারশনের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি গ্রুপ এক্সপোজার নিয়ম এবং তারিখের বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করে একটি নির্দিষ্ট পরিবারকে একাধিক ক্রেডিট সুবিধা অনুমোদন ও বিতরণ করেছেন। আবেদনকারী রফিকুল ইসলাম ও আনোয়ারা বিবির জন্য তিনটি ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করেন।২৯.১৬ লক্ষ টাকা আগের ক্রেডিটের সুবিধা তথ্যে উল্লেখ না করে

আবেদনকারী সার্কুলার নম্বর অনুযায়ী যথাযথ ডকুমেন্টেশন ছাড়াই সাগর ট্রেড ক্রেডিট শিরোনামে ৬টি ঋণ মঞ্জুর করেছেন। ২৩.০৮.২০০৪ আবেদনকারী ঋণ আধিকারিককে জড়িত না করে একজন শক্তিপাড়া মণ্ডলকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছেন এবং তিনি তাঁর পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত ২২টি ঋণের বিষয়ে রিপোর্ট করেননি এবং একটি ঋণ ছাড়া ফাতেপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে তাঁর মেয়াদকালে আবেদনকারীর দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত ঋণ এনপিএ-তে চলে গেছে এবং তাই ব্যাঙ্কের ক্ষতি হয়েছে।

১৭. ৯.৮.২০১১ তারিখে শুরু হওয়া তদন্ত কার্যক্রম ১৪.৭.২০১২ তারিখে শেষ হয়। যদিও দুজন ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনা সাক্ষী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছিল কিন্তু মৌখিক হিসাব দাখিলের জন্য কাউকে হাজির করা হয়নি। ১১ (এগারো) সংখ্যক নথির কপি, যেমন প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক জমা দেওয়া বিশেষ তদন্ত প্রতিবেদন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তার তাৎক্ষণিক পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফতেপুর ব্রাচের বিএম কর্তৃক প্রদত্ত ১৬.০২.২০১১ তারিখের বিবৃতি, ২৩.০৮.২০০৪ তারিখের পাঁচটি সার্কুলার, ১০.০১.২০০৭, ২০.০২.২০০৯, ০৯.০৭.২০০৯ এবং ১৮.০১.২০০৯ তারিখের পাঁচটি সার্কুলার, অ্যাকাউন্ট নং এসএসআই/কে/১৬৬/০৭ এর ঋণের নথি ছাড়া সমস্ত ঋণের নথি এবং লেজার শিট, কিছু ভাউচার এবং ডেসপ্যাচ রেজিস্টার এবং পিয়ন বই, প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

১৮. তদন্ত চলাকালীন, পিওন বুক এবং ডিসপ্যাচ রেজিস্টারের উপর তাদের নির্ভরতা রেখে, সি. এস. ও এবং তার ডি. আর দাবি করে যে ডিপি বিবৃতিগুলি যথাসময়ে পাঠানো হয়েছিল। 'সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ' হিসাবে একটি অনুলিপি সি. এস. ও-কে হস্তান্তর করা হয়েছিল। নথির এই অনুলিপি সম্পর্কিত, সি. এস. ও দাবি করে যে এই ধরনের নথি থেকে প্রমাণিত হয় যে ডিপি বিবৃতি পাঠানো হয়েছিল এবং সি. এস. ও তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মোকাবিলা করেছিল। তিনি অস্বীকার করেন এবং তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগের বিরোধিতা করে।

১৯. লিখিত যুক্তি, উপস্থাপক অফিসার সংক্ষিপ্ত, পিও দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সিএসও বা তার ডিআর কেউই তাদের প্রতিরক্ষার জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত নথি, যৌক্তিক প্রমাণ বা যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনার ভিত্তিতে পরিচালকের দ্বারা উপস্থাপিত নথির সাথে অস্বীকার বা কখনও দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। 'যদিও, তদন্ত কার্যক্রমের সময় কয়েকটি অনুষ্ঠানে, উভয়ই মৌখিকভাবে পরিচালকের পক্ষ থেকে দেওয়া কিছু যুক্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল, তবে সেগুলি কোনও তাত্পর্যকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সমর্থন করে বলে মনে হয় না। সমস্ত অভিযোগ এবং অভিযোগ যথাযথ প্রমাণ, কারণ এবং যুক্তির যথাযথ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' পিও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, *'তাঁর ডি. আর-এর সি. এস. ও সমস্ত নথি যাচাই করেছিলেন কিন্তু ডকুমেন্টারি প্রমাণগুলি দেখানো হলে তারা অভিযুক্ত ত্রুটিগুলি অস্বীকার করতে পারেননি। অভিযোগগুলি রক্ষা/বিরোধিতা করার জন্য সি. এস. ও/ডি. আর খুব কমই কোনও প্রাসঙ্গিক রেকর্ড/নথি তৈরি করতে পেরেছিলেন এবং ব্যাংক -এর বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম এবং ঋণ নীতি মেনে চলা হয়নি এবং তাই অ্যাকাউন্টগুলি এন. পি. এ-তে পরিণত হয়েছিল যার ফলে ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যা ছিল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বিশাল আর্থিক ক্ষতি '/*

২০. অপরাধী তাঁর লিখিত যুক্তিতে এই অবস্থান নিয়েছিলেন যে, ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সমস্ত আধিকারিকরা দায়ী, কিন্তু আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রক্রিয়াটি কেবল ভুল উদ্দেশ্য এবং পূর্বকল্পিত মন নিয়ে শুরু করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে, ঋণগ্রহীতাদের ইডিপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত ইউনিট কেভিআইসি নিয়মের অধীনে নিবন্ধিত হয়েছিল। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মার্জিন অর্থ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ঋণ নথি জমা না করা/আংশিক-ফাইলিং/অসম্পূর্ণ ফাইলিং প্রায় এর একটি সাধারণ ঘটনা। সমস্ত শাখা এবং এই জাতীয় জিনিসগুলি জনবলের অভাবের কারণে ঘটে এবং এগুলি পরে সংশোধন করা হয়।

মেয়াদী ঋণের আগে নগদ ক্রেডিট ঋণ বিতরণের বিষয়ে তিনি বলেন যে, তিনি নিয়ম অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, অন্য শাখা কর্তৃক গৃহীত বন্ধকীগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল না, তবে বন্ধকী শাখার যোগাযোগপত্রে এমন ত্রুটি ছিল যার জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। লক-ইন-পিরিয়ডের আগে মার্জিন অর্থের সমন্বয় সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, 'উইন-ব্যাঙ্কার সফ্টওয়্যার' সমর্থন করে না, মার্জিন অর্থ সুদ বহন করে। ঋণগ্রহীতারা আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং তাই সমস্যা সমাধানের জন্য, বিপরীতমুখী অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ব্যাংক বা ঋণগ্রহীতাদের কোনও ক্ষতি হয়নি।ভাউচার ছাড়াই নগদে মেয়াদী ঋণ বিতরণের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেহেতু শাখায় ভাউচার পাওয়া যায় না, তাই স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য জারি করা অর্থ রসিদ দেখাতে ঋণ বিতরণ করা হয়। তিনি বিশেষভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বিতরণ-পরবর্তী পরিদর্শন তিনি ফিল্ড অফিসারের সঙ্গে যৌথভাবে করেছিলেন। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন যে, রফিকুল ইসলামের ট্রাকটি যানবাহন সম্পর্কিত নথির অনুলিপি দেখিয়ে নিবন্ধিত হয়নি। অ্যাকাউন্টগুলিতে, তিনি এই দাবি অস্বীকার করেন যে ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি এনপিএ-তে চলে গেছে।

২১. তদন্ত কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, প্রমাণ হিসেবে গৃহীত নথিগুলি অপরাধীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা শুনানির সমস্ত তারিখের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে ১৪.৭.২০১২ তারিখে, চার্জশিটভুক্ত কর্মকর্তা (সংক্ষেপে, সিএসও) কিছু নথি চেয়েছিলেন কিন্তু তার মতে, সেই নথিগুলি অপ্রাসঙ্গিক ছিল। ইও অপরাধীর যুক্তি উল্লেখ করেছেন এবং তারপর পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "নথিপত্রের বিষয়বস্তু যাচাই করার পরে এবং সিএসও এবং তার ডিআর যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিযোগকৃত অনিয়মের বিরোধিতা/আপত্তি জানাতে পারেননি"।

তদন্ত কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, 'ডকুমেন্টারি প্রমাণগুলি দেখানো হওয়ার পরে সিএসও তার অভিযুক্ত ত্রুটিগুলি আইনত অস্বীকার করতে পারেনি। সিএসও নথিগুলি যাচাই করেছিল কিন্তু সিএসও/ডিআর নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সিএসও বা তার ডিআর তার অভিযোগ এবং চার্জশিটে থাকা অভিযোগ রক্ষা বা বিরোধিতা করার জন্য খুব কমই কোনও প্রাসঙ্গিক রেকর্ড/নথি উপস্থাপন করতে পেরেছিল।

২২. তদন্ত আধিকারিক তাঁর লিখিত যুক্তিতে পিও-র দেওয়া বিবৃতিগুলি একই শব্দ ব্যবহার করে পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে তদন্ত আধিকারিক অপরাধীর উপর বিপরীত দায়িত্ব চাপিয়েছিলেন। অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই যে অপরাধীর বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য পরিচালকের উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে তদন্ত আধিকারিক একজন আধা-বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং তিনি আধা-বিচার বিভাগীয় কাজ সম্পাদন করেন। অতএব, একটি তদন্ত নিরপেক্ষভাবে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং বিষয়গতভাবে পরিচালিত হতে হবে না এবং তদন্ত আধিকারিকের একটি অনুসন্ধান বিকৃত বা অযৌক্তিক হওয়া উচিত নয় এবং এটি অনুমান ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত নয়।তদন্ত আধিকারিককে অবশ্যই অসদাচরণকে সংজ্ঞায়িত করার সংবিধির প্রেক্ষাপটে সত্যের অনুসন্ধানে পৌঁছানোর কারণগুলি রেকর্ড করতে হবে। তদন্ত আধিকারিকের প্রতিবেদনটি অবশ্যই যুক্ত কারণ সহ অবহিত করতে হবে। অপরাধীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি কীভাবে প্রমাণিত হয়েছিল তা নির্দেশ করে।

২৩. ১৬.০১.২০১৪ তারিখের চিঠিতে অপরাধী স্পষ্টভাবে বলেছে যে তদন্ত কর্মকর্তা তার সংক্ষিপ্ত যুক্তিতে ১২টি অভিযোগ এবং তার দ্বারা করা বক্তব্য নিয়ে কাজ করেননি। নথি উপস্থাপন করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে ১,২,৪ ও ৬ নম্বর অভিযোগটি অস্পষ্ট ছিল। কেন তদন্ত কর্মকর্তা অপরাধীর বিবৃতি গ্রহণ করেননি ও এই সম্পর্কে কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

অভিযোগ নং ৩ সম্পর্কে, তিনি বলেছিলেন যে ঋণ কর্মকর্তা ঋণের নথিগুলি গেয়েছেন কিন্তু পরিচালন সাক্ষী হিসাবে নাম দেওয়া সত্ত্বেও ঋণ কর্মকর্তা সাক্ষ্য দেননি। ৫ থেকে ১১ নম্বর অভিযোগের বিষয়ে, অপরাধী দাবি করেছেন যে নথিগুলি উপস্থাপন করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে অভিযোগগুলি অস্পষ্ট ছিল এবং অভিযোগ নম্বর ১২ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে বেশিরভাগ ঋণ স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে ১. অর্থাৎ যেমন ৩১.০৩.২০১২ তারিখে প্রযোজ্য হয়।

২৪. অনুচ্ছেদ-ভিত্তিক শাস্তির আদেশ পরীক্ষা করতে দিন। সেই আদেশের পর্যালোচনার পরে, এটি প্রমাণিত হয় যে চার্জশিটের বিষয়বস্তু এবং অপরাধীর চিঠি ১৬.০১.২০১৩ আক্ষরিক অর্থে পুনরুত্পাদন করা হয়েছিল। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ অপরাধীর এই দাবিকে অস্বীকার করে যে কোনও কর্মকর্তা বা ব্যাঙ্কের কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগে, নাবার্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন ছিল এবং মতামত দিয়েছিল যে নাবার্ডের নির্দেশিকাগুলি কেবল ব্যাঙ্কের নির্দেশনার জন্য জারি করা হয়েছিল।শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ মতামত দিয়েছে যে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনটি প্রমাণের অংশ নয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা তার অনুসন্ধানগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য এর উপর নির্ভর করেননি এবং তাই, ব্যাঙ্ক অপরাধীর কাছে এটি প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল না। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে যে সুবিধাপ্রাপ্ত এবং অপ্রাসঙ্গিক নথিগুলি বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক নথিগুলি অপরাধীকে সরবরাহ করা হয়েছিল। অপরাধী মূল নথিগুলির সাথে নথিগুলি যাচাই করেছে এবং যেহেতু অপরাধ নথি, নথির লেখকদের পরীক্ষা করা হয়নিসত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি।

২৫. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে যে তদন্ত কর্মকর্তা বিস্তারিতভাবে অভিযুক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি বিবেচনা এবং/অথবা মোকাবিলা করা হয়েছে,

পিও সমস্ত অভিযোগ/অভিযোগ নথিগুলির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ইও তার মনের প্রয়োগের পরে সম্মত হয়েছিল এবং তাই, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত কারণ এবং উপসংহারের সাথে তার সম্মতি প্রকাশ করে এবং ইও দ্বারা পৌঁছেছিল এবং তিনি মতামত দিয়েছিলেন যে অপরাধী ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ লঙঘন করে তার কর্তৃত্বের বাইরে কাজ করেছে, বিতর্কিত ঋণের মামলাগুলি অনুমোদন ও পরিচালনা করার সময় এবং কিছু ক্ষেত্রে, অপরাধী তার সরকারী পদের অপব্যবহার করেছে এবং বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ করে অযৌক্তিক মেয়াদ বাড়িয়েছে।

২৬. নাবার্ডের বিজ্ঞপ্তি কোনও পক্ষই পেশ করেনি। স্বীকার করা যায় যে, কোনও অসদাচরণের অভিযোগে কেন তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সে সম্পর্কে কারণ দর্শানোর জন্য অপরাধীকে কখনও কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছিল এবং এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়েছিল। চার্জশিটে সাক্ষী এবং নথির কোনও তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। যে কর্মকর্তা উচ্চ বেতনে ছিলেন না তিনি আবেদনকারীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।ফতেপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপকের (বি. এম) যথাযথভাবে পূরণ করা প্রশ্নাবলীর উপর নির্ভর করা হয়েছিল কিন্তু অপরাধীকে ক্রস করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি-তাই বি. এম পরীক্ষা করুন।

২৭.তদন্ত কর্মকর্তা, যেমনটি আগে পর্যবেক্ষণ করেছেন, পিও-র দৃষ্টিভঙ্গিকে এই মর্মে প্রতিধ্বনিত করেছেন যে নথিগুলি যাচাই করার পরে, অপরাধী যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিযুক্ত অনিয়মের বিরোধিতা/আপত্তি করতে পারেনি এবং আইনত তার অভিযুক্ত ত্রুটিগুলি অস্বীকার করেছে এবং অপরাধী নিজেই তা রক্ষা করার জন্য কোনও নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, তদন্ত কর্মকর্তা অপরাধীর উপর বিপরীত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন।

২৮. তদন্ত কর্মকর্তা পিও-র একই সুরে বলেছিলেন যে সমস্ত বিজ্ঞপ্তি এবং নথি সিএসও-কে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং তাকে নথিটি পরিদর্শন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিগুলি যাচাই করার পরে, সিএসও যৌক্তিকভাবে অভিযোগগুলি অস্বীকার করতে পারেনি। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি করেছে যে পিও অভিযোগটি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি বিশদভাবে বিবেচনা করেছেন এবং/অথবা মোকাবিলা করেছেন এবং তাই তিনি তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত হয়েছেন।

২৯.অপরাধীর দ্বারা নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ-ভিত্তিক আলোচনা করেননি এবং কেন তিনি পিও-এর জমা দেওয়া স্বীকার করেছেন এবং যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন তার কোনও কারণ অপরাধীর উল্লেখ করেননি।

৩০. তদন্ত প্রতিবেদনে বা শাস্তির আদেশে কোথাও সার্কুলার, নিয়ম এবং ঋণ নীতির বিশদ বিবরণ এবং/অথবা প্রকাশ করা হয়নি যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে অপরাধী কর্তৃক লঙ্ঘন করা হয়েছে। মার্জিন মানি সমন্বয়, কার্যকরী মূলধন তহবিলের বিচ্যুতি, একটি নির্দিষ্ট পরিবারকে একাধিক ঋণ সুবিধা বিতরণ (বিশেষ করে সেই পরিবারের প্রকাশ করা হয়নি), ঋণ কর্মকর্তাকে জড়িত না করে শক্তিপদ মণ্ডলকে ঋণ বিতরণ, ২২টি ঋণ সম্পর্কে পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট না করা এবং এনপিএ সম্পর্কে অপরাধীর দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত অভিযোগ কীভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এই অভিযোগগুলির উপর অপরাধীর দ্বারা প্রদত্ত যুক্তি কেন গ্রহণ করা হয়নি তা দেখানোর কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ২৩.০.২০১৫ তারিখের শাস্তির আদেশে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশে উল্লেখিত উপকরণগুলি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেছে কিনা তা দেখানোর কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

৩১. তাই , অবশ্যই একটি অপ্রতিরোধ্য উপসংহার থাকতে হবে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যান্ত্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং আদেশ দিয়েছে যে তদন্ত কর্মকর্তা বিশদভাবে বিবেচনা করেছেন এবং/অথবা অভিযোগগুলি মোকাবেলা করেছেন এবং পিও অভিযোগ এবং তাই, তিনি তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত হন এবং এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৩২. শাস্তিমূলক কার্যক্রম আধা-অপরাধমূলক এবং তদন্ত কর্মকর্তা এবং শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ আধা-বিচারিক কর্তৃপক্ষ। স্বীকার করতে হবে যে, শাস্তিমূলক কার্যক্রমে প্রমাণের মান সম্ভাব্যতার প্রাধান্য, তবে প্রমাণ বিশ্লেষণ করার পর, তদন্ত কর্মকর্তাকে তার অনুসন্ধানগুলি ফেরত দিতে হবে যে অপরাধীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলি কীভাবে সম্ভাব্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩৩. যে কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আদেশের অবশ্যই কিছু কারণ থাকতে হবে যা বিষয়গুলিতে এই ধরনের কর্তৃত্বের মনের প্রয়োগকে নির্দেশ করবে ১ এন ইস্যু, নথিতে থাকা উপকরণ, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জমা দেওয়া ইত্যাদি। শাস্তির আদেশ কেবল কর্মচারীকেই নয়, তার পুরো পরিবারকে প্রভাবিত করে। একজন কর্মচারী বা অভিযুক্তকে এই অনুভূতি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় যে সে ন্যায়বিচার পায়নি এবং তার অভিযোগগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩৪. এই মামলায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগভিত্তিক কোনও আলোচনা করেননি এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কৌশলে এই ধরণের দিকগুলি এড়িয়ে গেছেন। অতএব, এটি বেশ স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল যে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশে উল্লিখিত উপকরণগুলি বিবেচনা করে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যথাযথ আদেশ প্রদান করেনি। ২৩.০৯.২০১৫ তারিখের শাস্তির আদেশটি নতুন বোতলে পুরাতন মদ ছাড়া আর কিছুই নয়, যার কার্যকর হওয়ার তারিখ সম্পর্কে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩৫. জনাব হোসাইনের উপর নির্ভরশীল রায়ে বর্ণিত নীতিগুলির বাধ্যতামূলক প্রভাব সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই তবে সেগুলি হল যার তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়।

৩৬. এর পরিপ্রেক্ষিতে, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২৩.০৯.২০১৫ তারিখের শাস্তির আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। যেহেতু শাস্তির আদেশটি বাতিল করা হয়েছে, তাই আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশটি ফলস্বরূপ আদেশ হতে পারে না এবং তাই, আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশটিও বাতিল করা হয়েছে। শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা ২০১১ সালে শুরু হয়েছিল এবং আবেদনকারী প্রায় ৮ বছর আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তাই, এত দূরত্বে তদন্ত কর্মকর্তা এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে যথাক্রমে নতুন করে প্রতিবেদন জমা দিতে এবং নতুন করে শাস্তির আদেশ পাস করতে বলা সমীচীন হবে না। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা বিবেচনা করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে গেছে।

৩৭. এই পর্যবেক্ষণের সাথে এবং **২০১৯ এর ডব্লিউ. পি. এ. ১৩১৬৭** হওয়া রিট পিটিশনের আদেশ অবশ্য খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩৮ . দলগুলি এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া রায় এবং আদেশের সার্ভার অনুলিপির ভিত্তিতে কাজ করার অধিকারী হবে।

৩৯ . জরুরীভাবে এই রায়ের জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলেপ্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে এইগুলো ।

(বিচারক পার্থ সারথি চ্যাটার্জি,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly